দৈনিক সংবাদ ..00.003

তারিখ ...08 MAR 1986... পৃষ্ঠা... ...৭ কলাম ২...

ডিমলা উপজেলার দক্ষিণ তিতপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল। স্কুলের ভিটেটি ছাড়া বেড়া, ছাউনি কিংবা ছাত্র-শিক্ষকদের বসার কোন চেয়ার-টেবিল বা বেঞ্চ কিছুই নেই। বহুদিন পূর্বে ঝড়ে উড়ে গেছে সব।

বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে মাটিতে খড় বিছিয়ে চলছে স্কুলটি। স্কুলে ৫জন শিক্ষক ও প্রায় দু'শ' ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

---সংবাদ

ডিমলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা সমস্যা।। স্কুলঘর না থাকায় ছাত্ররা ভিটায় বসে ক্লাস করছে

।। আমিনুল হক ।।

ডিমলা (নীলফামারী), ৪ঠা মার্চ।-- ডিমলা শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে চরম অনিয়ম ও উদাসীনতা। কাগজে-কলমে স্কুল থাকলেও এলাকায় স্কুলের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। কোন কোন এলাকায় রয়েছে শুধু ভিটে, সেখানে মাটিতে বসে চলছে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস।

ডিমলা উপজেলায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৩টি। এসবের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৮৭টি। জুনিয়র হাই স্কুল ৪টি, হাই স্কুল ১১ টি এবং কলেজ ১টি। এসবের মধ্যে অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেতন ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের চাকরি, ভবিষ্যতের আশায়।

প্রাইমারী স্কুলগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় না যে, এসব স্কুলের ভালো-মন্দ দেখার কোন কর্তৃপক্ষ আছেন। সবই চলছে নিজ নিজ মর্জির ওপর। উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে ৬৯টি সরকারী ও ১৮টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল থাকলেও অনেক স্কুলের ঠিকানা নিয়ে এলাকায় গিয়ে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। কারণ এমন ক'টি স্কুল আছে যেগুলোর আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই। নেই কোন স্কুলের চিহ্ন।

বেসরকারী স্কুলগুলোর কথা বাদ দিয়ে কেবল সরকারী স্কুলগুলোর কথাই ধরা যাক--এরূপ ক'টি স্কুল হচ্ছে দক্ষিণ তিতপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল, খগা বড়বাড়ী স্পেশাল সরকারী প্রাইমারী স্কুল, বন্দর খড়িবাড়ী স্পেশাল সরকারী প্রাইমারী স্কুল, ১নং বাইশপুকুর সরকারী প্রাইমারী স্কুল ও চড়খড়িবাড়ী সরকারী প্রাইমারী স্কুল। এসব স্কুলের কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এসবের কোন কোনটি মাঠের ওপর খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে চলছে আবার কোনটি পাশের কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঘরে চলছে। শিক্ষা অফিস হতে এসব স্কুল খুঁজে না পাওয়ায় পরবর্তীতে অন্য আর একদিন শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের সংগে নিয়ে খুঁজে নিতে হয়েছে। সেদিনের অবস্থা-কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দেখে মনে হয়েছিল যে, এটি একটি স্কুল। নচেৎ কোনক্রমেই বোঝার উপায় নেই, আদৌ সেখানে কোন স্কুল আছে। বৃষ্টি ও রোদে স্কুল বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়াও উপজেলার কোন কোন প্রাইমারী স্কুলে কেবল ১ জন আবার কোন স্কুলে ৫জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন, স্কুলগুলোর কোন খবরই রাখেন না কর্তৃপক্ষ। অথচ নিয়মানুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মাসে অন্তত: দু'বার স্কুল পরিদর্শনে যাবেন। এমনিভাবে চলছে উপজেলা শিক্ষা প্রাইমারী ব্যবস্থা।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাইস্কুলগুলোর কিছু কিছু ঘরবাড়ী থাকলেও সেখানে শিক্ষকগণ অর্থাভাবে বিনা বেতনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, শুধু সরকারী বেনিফিটের আশায়। তাও মাসে মাসে না, তিন মাস অন্তর পাওয়া যায়। স্কুলগুলোর ছাত্রদের নিকট হতে যে মাসিক বেতন পাওয়া যায় তা দিয়ে স্কুলের অন্যান্য খরচ মিটিয়ে শিক্ষকদের বেতন দেয়ার মত আর অবশিষ্ট থাকে না। স্কুলগুলোর আয়েরও অন্য কোন উৎস নেই। এমনিভাবে চলছে ঝুনাগাছ চাপানী দ্বি-মুখী হাই স্কুল, বালাপাড়া হাই স্কুল ও পশ্চিম সাতনাই হাই স্কুলসহ উপজেলার ৩টি বাদে প্রায় সব ক'টিই। উপজেলার একমাত্র কলেজটির অবস্থাও প্রায় একই রকম। সেখানেও প্রতিমাসে জোটে না শিক্ষকদের বেতন। সবগুলো মিলে যেন ডিমলা উপজেলায় শিক্ষা অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।